মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ ১ম সংশোধিত প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্লট ঃ-ই-৪/এ, ব্লকঃ সিভিক সেন্টর
সেকশন ঃ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
e-mail : ifamopa@gmail.com

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

ইসলামে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের মসজিদগুলোতে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানচর্চার তেমন কোনো সুযোগ না থাকায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় মসজিদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে "মসজিদ পাঠাগার" অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এ কথা বিবেচনায় রেখেই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৭৮ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৯৭৮ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের সর্বত্র সর্বমোট ২৬,৭৪২ টি নতুন পাঠাগার স্থাপন, ১৫,৯২৫ টি বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক পুনঃসংযোজন, ৬৪টি জেলায় একটি করে মডেল মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ৪৭৭ টি উপজেলায় ৪৭৭টি উপজেলা পাঠাগার স্থাপন করা হয়। পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ৭০৪৫টি আলমারী মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল স্থাপিত পাঠাগারে সরবরাহ করা হয়।

বর্তমানে "মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)-এর কাজ চলছে। এ মেয়াদে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২৫০০ নতুন পাঠাগার স্থাপন, ২৫০০ প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে আলমারী প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে। গত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫০০টি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ১৫০০টি পাঠাগারে আলমারী প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬,৭৪২ টি (১৯৭৮-৮০ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত) পাঠাগারে প্রদত্ত পবিত্র কোরআনের তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, নবী রাসুলগণের জীবনী, সাহাবা আজমাইনগণের জীবনী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী ইসলামী পুস্তক, যৌতুক বিরোধী পুস্তক, মাদক বিরোধী পুস্তকসহ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ ও তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে।

মসজিদ পাঠাগার আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পে অধিকতর সুবিধা সম্পন্ন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত জেলা ও উপজেলা মডেল পাঠাগার শুধু পুস্তক পাঠের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই কাজ করে নাই, উপরন্তু জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক কেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত পাঠক সমাবেশ আয়োজন করা হবে। সরকারের চলমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে সহজেই পৌছাতে জেলা মডেল লাইব্রেরীয়ান ও উপজেলা লাইব্রেরীয়ান বাস্তবায়ন করে আসছিলেন। ভবিষ্যতে মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পকে আরো জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্ম প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন (৬ষ্ঠ পর্যায়) আওতায় প্রকল্পের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি মডেল মসজিদ পাঠাগারের লাইব্রেরীয়ান ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৭টি উপজেলা লাইব্রেরীয়ানগণ ২,০০০/-টাকা এবং একজন করে খাদেম ৫০০/-টাকা হারে সম্মানীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত

ছিলেন। এছাড়াও লাইব্রেরীয়ানগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অন্যান্য পাঠাগার পরিদর্শনের জন্য সার্বিক সর্বোচ্চ ১,০০০/- টাকা ডি.এ পেতেন। এছাড়া লাইব্রেরীয়ানদেরকে একটি সাইকেল প্রদান করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে তারা মাসে কমপক্ষে ৪০টি সাধারণ লাইব্রেরী পরিদর্শন করে থাকতেন। জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮৭৪.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, কেয়ারটেকারের সম্মানী ২২০০ টাকা ৫৪১ জন কেয়ারটেকারের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) প্রত্যন্ত অঞ্চলের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের মাঝে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদে ২৫০০টি নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হবে;

খ) ইসলামী সাহিত্য গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য করে ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির বিস্তার করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বইয়ের সাহায্যে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের কর্মপরিধি ও বিশেষত্ব ঃ

ক) কর্মপরিধি

- পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠক সৃষ্টি।
- অধিকতর পাঠ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে মডেল পাঠাগার পরিচালনা করা।
- কেন্দীয়/বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার পরিদর্শন করা।
- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট পাঠের সুযোগ-সুবিধা সমাজের দরিদ্রতম অংশের জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়া।
- মহিলাগণ এ কর্মসূচীর ফলে সহজেই নিকটস্থ মসজিদ পাঠাগার হতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করে জ্ঞানার্জন করতে পারেন।
- পাঠকদের বিনামূল্যে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি।
- মডেল পাঠাগারের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের সামায়িক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
- ভৌত অবকাঠামোগত দূর্বল মসজিদের আলমারী সরবরাহের মাধ্যমে পুস্তকাদি সংরক্ষণের সুবিধা।

খ) প্রকল্পের বিশেষত্ব ঃ

- পুস্তক পাঠ করার জন্য বিনা খরচে অবকাঠামোগত সুবিধা।
- ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম কর্তৃক মসজিদ পাঠাগার পরিচালনা।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে মসজিদ পাঠাগার পরিচালনা।
- দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনা, নিবিড় পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম।
- পুস্তক পাঠ করার জন্য নিকটতম মসজিদেও কোলাহল মুক্ত, সুন্দর ও পবিত্রতম পরিবেশ।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের এলাকার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান, স্বতঃস্ফুর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আই,এম,ই,ডি ও পরিকল্পনা কমিশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের গঠনমূলক দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতা।
- মাথাপিছু পাঠক ব্যয় যৌক্তিক ও ন্যূনতম।

প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রশাসনিক কাঠামো ঃ

"মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রকল্প দলিলে একজন পরিচালক অথবা সমমর্যাদার একজন প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ও নেতৃত্বে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার প্রভিশন রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তাবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার অধিনে প্রকল্প কার্যালয়ে ১ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক এবং ৫ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। দায়িত্ব বিভাজন অনুযায়ী সকলে প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। জেলা

কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়ে থাকেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধায়নে প্রকল্প পরিচালক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

নীতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাধায়ন ঃ

প্রকল্পের দলিলের প্রভিশন অনুযায়ী প্রকল্প ছকে প্রকল্পের নীতি নির্ধারণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এবং এছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় কমিটি রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব।

প্রশাসনিক অবয়ব ঃ

প্রকল্পের দলিলের প্রভিশন অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উপর ন্যস্ত রয়েছে। কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক প্রকল্প কার্যালয় রয়েছে। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্রকল্প মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয় বজায় রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের জনবলের চাকুরী বিধিমালার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশননের চাকুরি বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

মসজিদ পাঠাগারের জন্য পুস্তক ক্রয় পদ্ধতি ঃ

এডিপি মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের ওয়ার্কপ্ল্যানে পুস্তক ক্রয়ের সময় সীমা নির্ধারণ করা থাকে। পুস্তক ক্রয়ের লক্ষ্যে তৎসময়ে প্রথমে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের মাধ্যমে ও সরকারী নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক পুস্তক ক্রয় করা হয়ে থাকে।

মসজিদ পাঠাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন ঃ

প্রকল্প দলিল মোতাবেক প্রতিটি অনুমোদিত নতুন পাঠাগারের জন্য কমিশন বাদে মোট ১৩,০০০/- (তের হাজার) টাকার বই প্রদান করা হয়ে থাকে। কি ধরণের বই পাঠাগারে প্রদান করা হবে তা ডিপিপি অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য পুস্তক বাছাই ও ক্রয় কমিটি নামে একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থের ৬০% অর্থ দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনার এবং ৪০% অর্থ দ্বারা বাইরের প্রকাশনা থেকে বই ক্রয় করে থাকে।

পুস্তক বিতরণ পদ্ধতি ঃ

কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত অনুমোদিত পুস্তক ক্রয় করার পর সেগুলো প্রতিটি জেলায় অনুমোদিত মসজিদ পাঠাগারে প্রদানের জন্য ট্রান্সপোর্ট মারফত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। পুস্তক প্রাপ্তির পর বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমোদিত মসজিদগুলোতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক মসজিদ কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে পুস্তক সংগ্রহের অনুরোধ জানানো হয়। জেলা কার্যালয়ে পুস্তক বিতরণের সময় পাঠাগার পরিচালনা পদ্ধতি, এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে "মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক বিতরণী" নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য/বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ও উক্ত অনুষ্ঠানে বই প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পের শুরু হতে জুন'২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের বরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১৯৭৮-২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দ, বাস্তবায়ন, ও ব্যয় ঃ

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	স্থাপিত নতুন পাঠাগারের সংখ্যা	পুস্তক পুনঃসংযোজন	আলমারী	জেলা	উপজেলা	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়
১৯৭৮-৮০	৫১০টি	--	--	--	--	১৫.০০	১৫.০০
১৯৮০-৮৫	৩২৭২টি	১০০০টি	--	--	--	১০০.০০	১০০.০০
১৯৮৫-৯০	৩৪০০টি	৬০০টি	--	--	--	২০০.০০	২০০.০০
১৯৯০-৯৫	৪০৬০টি	৫০০টি	--	--	--	২৪৪.০০	২৪৪.০০
১৯৯৫-২০০০	৫০০০টি	১,১২৫টি	১,০০০টি	৬৪টি	--	৩৯০.০০	৩৯০.০০
২০০০-২০০৫	৫০০০টি	২,৭০০ট	১,৬০০টি	--	--	৬০০.০০	৬০০.০০
২০০৫-২০০৮	২০০০টি	৫,০০০টি	১,৫০০টি	--	৪৭৭টি	১৮৬০.৮৩	১৮৬০.৮৩
২০০৮-২০০৯	৬০০ টি	--	--	--	--	১০০.০০	১০০.০০
২০০৯-২০১০	৮০০ টি	২৫০০ টি	১০০০ টি	৬৪টি	৪৭৭টি	৯৫১.০০	৯৫১.০০
২০১০-২০১১	৬০০ টি	২৫০০ টি	১০০০ টি	৬৪টি	--	১২৭৫.৯৫	১২৭৫.৯৫
২০১২-২০১৩	৫০০ টি	--	২৫০ টি	--	--	১০০.০০	১০০.০০
২০১৩-২০১৪	৫০০ টি	--	৪৪৫ টি	--	--	২৩৯.০০	২৩৯.০০
২০১৪-২০১৫	৫০০ টি	--	৫০০ টি	৬৪টি	৪৭৭টি	২৫৪.০০	২৪৬.৮০
সর্বমোট ঃ	**২৬,৭৪২টি**	**১৫,৯২৫টি**	**৭,০৪৫টি**	**৬৪টি**	**৪৭৭টি**	**৬৩২৯.৭৮**	**৬৩২২.৫৮**